ফাল্গুন মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়।

গাছে গাছে নতুন পল্লবে সজ্জিত হয়ে ঋতুরাজ বসন্ত এসেছে আমাদের মাঝে। শীতের পাতা ঝড়ানোর দিনগুলো পিছনে ফেলে ফাল্গুন মাস প্রকৃতির জীবনে নিয়ে আসে নানা রংয়ের ছোঁয়া। ঘন কুয়াশার চাদর সরিয়ে প্রকৃতিকে নতুনভাবে সাজাতে, বাতাসে ফুলের সুবাস ছড়িয়ে দিতে ফাল্গুন আসে নতুনভাবে নতুনরূপে। নতুন প্রাণের উদ্যামতা আর অনুপ্রেরণা প্রকৃতির সাথে আমাদের কৃষিকেও দোলা দিয়ে যায় উল্লেখযোগ্যভাবে। সুপ্রিয় কৃষিজীবী ভাইবোন, ফাল্গুনের শুরুতেই আসুন সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নেই বৃহত্তর কৃষি ভুবনে করণীয় দিকগুলো।

বোরো ধান

* ধানের চারার বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে বা কাইচ থোর আসার ৫-৭ দিন পূর্বে ইউরিয়া সারের শেষ কিস্তি উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
* সার দেয়ার আগে জমির আগাছা পরিস্কার করতে হবে এবং জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে।
* বোরো ধানের জমিতে ভিজানো ও শুকানো (AWD) পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করতে হবে।
* সেচের নালা সংস্কার ও মেরামত করতে হবে।
* রাতের বেলায় যেন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন থাকে তাই সে জন্য সেচের মেশিন রাত্রে চালু রাখতে হবে।
* ধানের কাইচ থোড় আসা থেকে শুরু করে ধানের দুধ আসা পর্যন্ত ক্ষেতে ৩/4 ইঞ্চি পানি ধরে রাখতে হবে।
* পোকা দমনের জন্য নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে (আলোর ফাদঁ পেতে, পোকা ধরার জাল ব্যবহার করে, ক্ষতিকর পোকার ডিমের গাদা নষ্ট করে, উপকারী পোকা সংরক্ষণ করে, ক্ষেতে ডাল-পালা পুতে পাখি বসার ব্যবস্থা করে) ধানক্ষেত বালাই মুক্ত রাখতে হবে।
* এ সময় ধান ক্ষেতে উফরা, ব্লাস্ট, পাতাপোড়া ও টুংরো রোগ দেখা দেয়।
* জমিতে উফরা রোগ দেখা দিলে যেকোন কৃমি নাশক এমামেক্টিন বেনজয়েট যেমন, সানমেকটিন/মিয়েনা ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে।
* ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে এবং একরপ্রতি ১৬০ গ্রাম ট্রুপার বা জিল বা নাটিভো ১০-১৫ দিনের ব্যবধানে দু'বার প্রয়োগ করতে হবে।
* জমিতে পাতাপোড়া রোগ হলে অতিরিক্ত ৫ কেজি/ বিঘা হারে পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে এবং জমির পানি শুকিয়ে ৭-১০ দিন পর আবার সেচ দিতে হবে।
* টুংরো রোগ দমনের জন্য এর বাহক পোকা সবুজ পাতা ফড়িং দমন করতে হবে।

আউশ

এ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে উফশী আউশের বীজতলা তৈরি করতে হবে। আউশ আবাদের জন্য সংরক্ষিত বীজ ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে, প্রয়োজনে একটি রোদ দেয়ার পর বীজগুলো ঠান্ডা করে বীজপাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

গম

এ মাসের দ্বিতীয় পক্ষ থেকে গম পাকা শুরু হয়।
গমের শীষের বোঁটা হলুদ বর্ণ ধারন করলে অথবা গমের শীষের শক্ত দানা দাঁত দিয়ে কাটলে যদি কট কট শব্দ হয় তবে বুঝতে হবে মাঠে অবস্থিত গম ফসল বীজ হিসাবে ব্যবহার করতে হলে কাটার আগে মাঠে যে জাত আছে সে জাত ছাড়া অন্য জাতের গাছ সতর্কতার সাথে তুলে ফেলতে হবে। নয়তো ফসল কাটার পর বিজাত মিশ্রণ হতে পারে। সকালে অথবা পড়ন্ত বিকেলে ফসল কাটতে হবে। বীজ ফসল কাটার পর রোদে শুকিয়ে খুবই তাড়াতাড়ি মাড়াই ঝাড়াই করে ফেলতে হবে। সংগ্রহ করা বীজ ভালো করে শুকানোর পর ঠান্ডা করে সংরক্ষণ করতে হবে।

ভুট্টা (রবি)

* জমিতে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ গাছের মোচা খড়ের রং ধারন করলে এবং পাতার রং কিছুটা হলদে হলে মোচা সংগ্রহ করতে হবে।
* বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে শুকনো আবহাওয়ায় মোচা সংগ্রহ করে ফেলতে হবে।
* সংগ্রহ করা মোচা ভালোভাবে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
* মোচা সংগ্রহের পর উঠানে পলিথিন/চট বিছিয়ে তার উপর শুকনো যায় অথবা জোড়া জোড়া বেঁধে দড়ি বা বাঁশের সাথে ঝুলিয়ে আবার অনেকে টিনের চালে বা ঘরের বারান্দায় ঝুলিয়ে শুকানোর কাজটি করে থাকেন। তবে যে ভাবেই শুকানো হোক না কেন বীজ ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে।

ভুট্টা (খরিপ)

খরিপ মৌসুমে ভুট্টা চাষ করতে চাইলে এখনই বীজ বপন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় যত্ন নিতে হবে।
*ভুট্টার উন্নত জাতগুলো হলো বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৫, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৭, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১০, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৪, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৫, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৬, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৭, এবং সিংগেল ক্রস হাইব্রিড জাত

পাট

* ফাল্গুনের মাঝামাঝি থেকে চৈত্রের শেষ পর্যন্ত পাটের বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।
* পাটের ভালো জাতগুলো হলো ও-৯৮৯৭, ওএম-১, ও-৭২, ও-৭৯৫, ও-৩৮২০, সিসি-৪৫, বিজেসি-৭৩৭০, সিভিএল-১, সিভিএল-৩, দেশীপাট-৫, দেশীপাট-৬, দেশীপাট-৭, দেশীপাট-৮, দেশীপাট-৯, এইচসি- ৯৫ (কেনাফ), এইচ এস-২৪ (মেস্তা)।
* স্থানীয় বীজ ডিলার ও পাট বীজ উৎপাদনকারী চাষীদের সাথে যোগাযোগ করে জাতগুলো সংগ্রহ করতে পারেন।
* পাট চাষের জন্য উঁচু ও মাঝারি জমি নির্বাচন করে আড়াআড়িভাবে ৫/৬টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে।
* সারিতে বুনলে প্রতি শতাংশে ১৭ থেকে ২০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়। তবে ছিটিয়ে বুনলে আরেকটু বেশি অর্থাৎ ২৫-৩০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়।
* পাটের জমিতে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৭-১০ সেন্টিমিটার রাখা ভাল।
* ভাল ফলনের জন্য পাটের জমিতে কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শক্রমে সার সুপারিশমালা অনুসরণ করে জৈবসারসহ অন্যান্য সার প্রয়োগ করতে হবে।

শাক-সবজি

* এ মাসে বসতবাড়ির বাগানে জমি তৈরি করে ডাঁটা, কলমিশাক, পুইশাক, করলা, ঢেড়ঁস, বেগুন, পটল চাষের উদ্যোগ নিতে হবে।
* মাদা তৈরি করে চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দুল, শসা, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়ার বীজ বুনে দিতে পারেন।
* সবজি চাষে পর্যাপ্ত জৈবসার ব্যবহার করতে হবে। পরিকল্পিতভাবে জৈব সার ব্যবহার করলে সবজি ক্ষেতে রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হয় না।

আম-কাঠাল ও অন্যান্য ফলমূল:

* আমের মুকুলে এ সময়ে এ্যানথ্রাকনোজ রোগ এ সময় দেখা দেয়। এ রোগ দমনে গাছে মুকুল আসার পর কিন্তু ফুল ফোটার পুর্ব পর্যন্ত আক্রান্ত গাছে টিল্ট-২৫০ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি অথবা ২ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া আমের আকার মটর দানার মতো হলে গাছে ২য় বার স্প্রে করতে হবে।
* এসময় প্রতিটি মুকুলে অসংখ্য হপারের নিম্ফ দেখা যায়। আম গাছে মুকুল আসার ১০ দিনের মধ্যে কিন্তু ফুল ফোটার পূর্বেই একবার এবং একমাস পর আর একবার প্রতি লিটার পানির সাথে ১.০ মিলি ল্যামডা-সাইহেলোথ্রিন (রীভা) /ডেলটামেথ্রিন (ডেসিস) ২.৫ ইসি মিশিয়ে গাছের পাতা, মুকুল ও ডালপালা ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।
* কাঁঠালের ফল পঁচা বা মুচি ঝরা সমস্য এখন দেখা দিতে পারে। এ রোগের হাত থেকে মুচি বাচাতে হলে কাঠাল গাছ এবং নিচের জমি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আক্রান্ত ফল ভেজা বস্তা দিয়ে জড়িয়ে তুলে মাটিতে পুঁতে ধ্বংস করতে হবে। মুচি ধরার আগে ও পরে ১০ দির পর পর ২/৩ বার বোর্দ্রো মিশ্রণ বা ডায়থেন এম ৪৫ অথবা রিডোমিল গোল্ড প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া ফলিকুর নামক ছত্রাকনাশক প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে গাছে ফুল আসার পর থেকে ১৫ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করতে হবে।
* এ সময়ে বাডিং পদ্ধতিতে বরই গাছের কলম করতে পারেন। এজন্য প্রথমে বরই গাছ ছাটাই করতে হবে এবং পরে উন্নত বরই গাছের মুকুল ছাটাই করে দেশি জাতের গাছে সংযোজন করতে হবে।
* মাছের ঘেরের আইলে পেঁপে, বরবটি ওমিষ্টি কুমড়া চাষ করতে হবে।
* ফসলের রোগ ও পোকামাকড় দমনে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং জৈব বালাইনাশক ও সেক্স ফেরোমোন ব্যবহার করতে হবে।

**তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা
কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।**